

দুদকের উদ্যোগে স্কুলে চালু হচ্ছে 'সততা স্টোর'

■ সমকাল প্রতিবেদক

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সততা চর্চার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তত্ত্বাবধানে দেশের প্রতিটি জেলার একটি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয়ে 'সততা স্টোর' চালু করা হচ্ছে। এরই মধ্যে এ বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করেছে দুদক।

সূত্র জানায়, ওই স্টোরে বই, খাতা, কলম, জ্যামিতি বক্স, স্কেল, পেনসিল, ইরেজার, রঙ পেনসিলসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও চকোলেট, চিপস, বিস্কুটসহ হালকা খাবার সামগ্রী রাখা হবে। বাজার মূল্যে বিক্রি হবে ওইসব সামগ্রী। স্টোরে কোনো বিক্রোতা থাকবে না; থাকবে একটি মূল্য তালিকা। এই মূল্য তালিকা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে নির্ধারিত টাকা ক্যাশ বাক্সে রেখে যাবে।

এরই মধ্যে মাদারীপুরের রাজৈর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'সততা স্টোর' চালু করা হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর নরসিংদী জেলা সদরের আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে সততা স্টোর চালু করা হবে।

দুদক সচিব আবু মো. মোস্তফা সমকালকে বলেন, কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সততার চর্চা করাতেই এ উদ্যোগ। ছোট বয়স থেকে সততার চর্চা করলে পরিণত বয়সে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। তাদের কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক জীবনে এর প্রভাব পড়বে। এভাবেই ধীরে ধীরে আলোকিত সমাজ গড়ে উঠবে।

জানা গেছে, সততা স্টোর পরিচালনায় স্কুলের শিক্ষকদের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিকে সহায়তা করবে স্থানীয় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি। দুদক সচিব স্বাক্ষরিত 'সততা স্টোর' নীতিমালা সম্পর্কিত চিঠি মন্ত্রিপরিষদ সচিব, শিক্ষা সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সব বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দুদক সূত্র জানায়, পর্যায়ক্রমে ৬৪ জেলার ১৬৮টি স্কুলে এমন স্টোর চালু করা হবে। নীতিমালায় বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্কুলের পরিচালনা পর্ষদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করে সততা স্টোরের পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করবে।

নীতিমালা অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের স্টোরে প্রবেশের সময় রেজিস্টার খাতায় নাম, শ্রেণি, রোল নম্বর লিখতে হবে। পণ্যের মূল্য তালিকা দেখে স্টোরে রাখা ক্যালকুলেটরে হিসাব করে কাগজে পণ্যের নাম ও টাকার পরিমাণ লিখে নির্দিষ্ট টাকা ক্যাশ বাক্সে রাখতে হবে। স্টোরে চাহিদামতো পণ্য না পাওয়া গেলে প্রি-অর্ডার বুকে লিখে অর্ডার দেওয়া যাবে।

নীতিমালায় আরও বলা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ ও মহানগর, জেলা, উপজেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি বা সম্পাদক কর্তৃক গঠিত কমিটি স্টোর পরিচালনা করবে। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা কমিটি নেই সেখানে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক মনোনীত তিনজন শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি স্টোর পরিচালনা করবে। স্কুল কম্পাউন্ডের ভেতরে এটি চালু করতে হবে।